Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলিম উম্মাহের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আনিকা ইসলাম

রোলঃ 227020756228

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলিম উম্মাহের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আনিকা ইসলাম

রোলঃ 227020756228

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মুসলিম উম্মাহের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আনিকা ইসলাম, আইডিঃ 227020756228 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মুসলিম উম্মাহের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

আনিকা ইসলাম

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

আনিকা ইসলাম

আইডিঃ 227020756228

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

মিসলিম উম্মাহের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব 6

ভূমিকা 6

উম্মতের ঐক্য কি? 7

ইসলামি ঐক্যের যুগ 7

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর অনৈক্য ও তার পরিণতি: বিশ্বের নির্যাতিত মুসলমানদের অবস্থা 9

অনৈক্যের মূল কারণ 11

মুসলিম উম্মাহর অনৈক্যে পশ্চিমা পরাশক্তির প্রভাব 12

মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্টে ইহুদিদের ডিভাইড এন্ড রোল পলিসি 14

---উম্মতের ঐক্যের গুরুত্ব 16

বর্তমান প্রেক্ষাপটে উম্মতের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা 17

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপায় 19

উম্মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ 21

উম্মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ইসলামী সমাজের ভূমিকা 23

ঐক্য প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ 24

উম্মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ইসলামী সমাজের ভূমিকা 24

উম্মতের ঐক্য ফিরিয়ে আনার উপায় 28

মিসলিম উম্মাহের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব

ভূমিকা

মানবজাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হলো হিদায়াতের আলো এবং ইসলামের সৌন্দর্য। ইসলাম শুধু ব্যক্তি নয়, সমগ্র উম্মাহর জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ জীবন ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে। আর এই ঐক্যের মূল ভিত্তি হলো তাওহীদ ও রিসালতের প্রতি ইমান। বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ নানা মতপার্থক্য, বিভাজন ও বিভ্রান্তির শিকার হয়ে ঐক্যহীনতায় ভুগছে, যার ফলে মুসলমানদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ, সম্মান ও নেতৃত্বের পতন ঘটছে।

এই বাস্তবতার সবচেয়ে হৃদয়বিদারক উদাহরণ হচ্ছে ফিলিস্তিনের বর্তমান অবস্থা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ফিলিস্তিনের মুসলমানরা নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে, কিন্তু বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ের বর্বর হামলা, গাজা উপত্যকায় গণহত্যা, হাসপাতাল, স্কুল ও মসজিদে বোমাবর্ষণ — এসব কিছু যেন গোটা মানবতাকে কাঁদিয়ে তোলে। হাজার হাজার শিশু শহীদ হয়েছে, লাখ লাখ মানুষ আশ্রয়হীন, কিন্তু মুসলিম বিশ্বের শাসকরা আজও বিচ্ছিন্ন, দুর্বল এবং পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত। উম্মতের ঐক্য যদি বাস্তবতায় রূপ পেত, তাহলে হয়তো ফিলিস্তিন আজ এতটা রক্তাক্ত হতো না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

"وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا"

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৩)
"তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"

এই আয়াতের মাধ্যমে উম্মাহর জন্য ঐক্যের নির্দেশ স্পষ্টভাবে প্রদান করা হয়েছে। এই থিসিসে আমরা উম্মতের ঐক্যের গুরুত্ব, এর প্রয়োজনীয়তা, ঐক্যহীনতার কারণ ও ফালাফল এবং একতা ফিরিয়ে আনার উপায় আলোচনা করব।

উম্মতের ঐক্য কি?

‘উম্মত’ শব্দটি আরবি "أمة" (উম্মাহ) থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো একটি সম্প্রদায় বা জাতি যারা একটি অভিন্ন ধর্ম ও আদর্শে বিশ্বাস করে। ইসলামি পরিভাষায় উম্মত বলতে বোঝায়—সকল মুসলমানদের সম্মিলিত জাতি, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)-কে মানে এবং ইসলামের বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে।

উম্মতের ঐক্য বলতে বোঝায় সমগ্র মুসলিম জাতির মধ্যে বিশ্বাস, আদর্শ, চিন্তা, কার্যকলাপ ও হৃদয়ের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি ঐক্যবদ্ধ অবস্থান তৈরি করা। ইসলামে উম্মতের ঐক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক একটি বিষয়। এটি কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং নবী করিম (সা.)-এর জীবন থেকেও একে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়।

ইসলামি ঐক্যের যুগ

১. নবী করিম (সা.)-এর যুগ (মদীনাবাসী ইসলামি রাষ্ট্র)

সময়কাল: ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ (হিজরত থেকে ওফাত পর্যন্ত)

বৈশিষ্ট্য:

মুসলমানদের সর্বপ্রথম ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় মদীনায়।

রাসূল (সা.)-এর নেতৃত্বে সকল মুফাক্কির, আনসার-মুহাজিরীন, এমনকি ইহুদি গোত্রদের সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক সহাবস্থান হয়।

কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।

এটি ছিল ইসলামের স্বর্ণযুগের সূচনা।

২. *খিলাফায়ে রাশেদীন যুগ (৬৩২–৬৬১ খ্রি.)*

চার খলিফা: আবু বকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.), আলী (রা.)

বৈশিষ্ট্য:

এই সময় উম্মত একটি নেতৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ ছিল।

ইসলামিক আইন, বিচার ব্যবস্থা, অর্থনীতি ও যুদ্ধনীতি কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ছিল।

ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার সূচনা হলেও সামগ্রিকভাবে এটি ছিল ঐক্যের সর্বোচ্চ উদাহরণ।

৩. উমাইয়া খিলাফত (৬৬১–৭৫০ খ্রি.)

রাজধানী: দামেস্ক
বৈশিষ্ট্য:
মুসলমানদের নেতৃত্ব এক কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত ছিল।
ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ায়।
প্রশাসনিক কাঠামো সুসংহত হয়।
কিছু রাজনৈতিক বিরোধ থাকলেও উম্মতের একটি বৃহৎ অংশ ঐক্যবদ্ধ ছিল।

৪. আব্বাসীয় খিলাফত (৭৫০–১২৫৮ খ্রি.)
রাজধানী: প্রথমে কুফা, পরে বাগদাদ
বৈশিষ্ট্য:
ইসলামি সভ্যতা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, শিক্ষা-সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ।
বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের এক সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে ওঠে।
শাসন কাঠামোতে বৈচিত্র্য এলেও ধর্মীয় দিক থেকে একতা বজায় ছিল।

৫. উসমানীয় খিলাফত (১৩০০–১৯২৪ খ্রি.)
রাজধানী: প্রথমে বুরসা, পরে ইস্তাম্বুল
বৈশিষ্ট্য:
দীর্ঘ ৬০০ বছরের একক শাসন।
মুসলিম বিশ্ব এক খিলাফতের অধীনে ছিল।
হজ, ইসলামি শিক্ষা, শরিয়াহ আইন ইত্যাদি কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত হতো।
ইসলামি ঐক্যের সর্বশেষ শক্তিশালী প্রতীক ছিল এই খিলাফত।
ঐক্যের যুগের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

1. একক নেতৃত্ব: সর্বস্তরে এক নেতার আনুগত্য
2. কুরআন-সুন্নাহর শাসন: ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী শাসন
3. ইলম ও উলামার মর্যাদা: জ্ঞানীদের মাধ্যমে দীন প্রচার ও সংরক্ষণ
4. উম্মাহভিত্তিক চিন্তা: গোত্র, ভাষা বা বর্ণ নয়; বরং মুসলিম পরিচয়কে প্রধান ধরা

ইসলামের ইতিহাসে এই ঐক্যের যুগগুলো প্রমাণ করে যে, যখন উম্মাহ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে একতাবদ্ধ থাকে, তখন মুসলমানরা দুনিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম হয়। আবার যখন বিভক্তি সৃষ্টি হয়, তখন দুর্বলতা ও পরাজয় এসে যায়।

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর অনৈক্য ও তার পরিণতি: বিশ্বের নির্যাতিত মুসলমানদের অবস্থা

ইসলাম একটি ঐক্যবদ্ধ ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজব্যবস্থার কথা বলে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলমানদেরকে একটি দেহের মতো গঠন করতে বলেছেন, যেখানে একজন কষ্ট পেলে পুরো উম্মাহ ব্যথিত হয়। কিন্তু আজকের বাস্তবতা হলো—মুসলিম উম্মাহ বিভক্ত, মতানৈক্যে জর্জরিত এবং পারস্পরিক সহযোগিতা থেকে দূরে সরে গেছে। এই অনৈক্যের পরিণতিতে আজ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমানরা নির্যাতনের শিকার, আর তাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই।

কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ: ঐক্যের আহ্বান

আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

" إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ"

"নিশ্চয়ই মুসলমানগণ পরস্পরের ভাই।"
—সূরা হুজুরাত, আয়াত ১০

" وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا"

"তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"
—সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৩

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

“ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه”

"মুসলমান মুসলমানের ভাই; সে তাকে নির্যাতন করে না, অবহেলা করেও না।"
—সহীহ মুসলিম

এই নির্দেশনাগুলো মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য স্পষ্ট আহ্বান। অথচ আজ আমরা তার উল্টো চিত্র দেখি।

*মুসলিম উম্মাহর অনৈক্যের বাস্তব পরিণতি

১. ফিলিস্তিনে নির্যাতন

দীর্ঘ সময় ধরে ফিলিস্তিনের মুসলমানরা ইসরায়েলি আগ্রাসনের শিকার। হাজার হাজার মানুষ নিহত, বহু পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে। অথচ মুসলিম রাষ্ট্রগুলো একত্রিত হয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি।

২. কাশ্মীরের মুসলমানরা

ভারত-অধিকৃত কাশ্মীরে মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার হরণ করা হচ্ছে। নামাজ, হিজাব, কুরআন শিক্ষা—সব কিছু নিয়ন্ত্রণে। হাজার হাজার কাশ্মীরি কারাবন্দি। মুসলিম বিশ্ব শুধু দেখছে, কোনো প্রতিরোধ নেই।

৩. চীনের উইঘুর মুসলমান

চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর মুসলমানদের ‘পুনঃশিক্ষা কেন্দ্র’ নামের কারাগারে আটকে রেখে ইসলামবিরোধী কর্মসূচি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কোরআন পড়া, নামাজ, দাড়ি রাখা, ইসলামি

পোশাক—সব কিছু নিষিদ্ধ। অথচ মুসলিম দেশগুলো অর্থনৈতিক স্বার্থে চীনের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে ভয় পায়।

৪. মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমান

২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের উপর বর্বর নির্যাতন চালানো হয়। লাখ লাখ মানুষ বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ না থাকায় মিয়ানমারকে আন্তর্জাতিকভাবে চাপ সৃষ্টি করা যায়নি।

৫. সিরিয়া, ইয়েমেন, ইরাকের গৃহযুদ্ধ

এই দেশগুলোতে মুসলমানরাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়ছে। শিয়া-সুন্নি বিভেদ, রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াই এবং বিদেশি হস্তক্ষেপ—সব মিলিয়ে লাখো মানুষ নিহত, শহর ধ্বংস, শিশুরা অনাথ। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য থাকলে এই বিপর্যয় রোধ করা যেত।

মুসলিম উম্মাহর ঐক্যহীনতা শুধু নিজেদের দুর্বল করে না, বরং শত্রুদের সাহসী করে তোলে। আজ যদি মুসলমানরা এক কাতারে দাঁড়ায়, তবে ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, উইঘুর বা রোহিঙ্গার কান্না থেমে যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাওফিক দিন।

অনৈক্যের মূল কারণ

*গোত্র ও বর্ণভিত্তিক বিভাজন

*শিয়া-সুন্নি মতপার্থক্য

*জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রভিত্তিক স্বার্থ

*পশ্চিমা পরাশক্তির প্রভাব

*ধর্মীয় অজ্ঞতা ও গাফেলতি

মুসলিম উম্মাহর অনৈক্যে পশ্চিমা পরাশক্তির প্রভাব

পশ্চিমা পরাশক্তি বলতে সাধারণত এমন দেশগুলোকে বোঝায় যাদের বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামরিক শক্তিতে আধিপত্য রয়েছে—যেমন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এই দেশগুলো বিশ্বের নানা অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করে থাকে, বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে। মুসলিম উম্মাহ ঐক্যহীন থাকায় এদের আধিপত্য দিনে দিনে বাড়ছে এবং মুসলিমদের দুরবস্থার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কীভাবে পশ্চিমা পরাশক্তি মুসলিম বিশ্বকে প্রভাবিত করে?

১. রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ

পশ্চিমা দেশগুলো মুসলিম দেশগুলোর রাজনীতিতে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করে। তারা কখনো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে, কখনো "সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ"-এর নামে সরকার পতন ঘটায় বা নিজেদের অনুগত শাসক বসায়।
উদাহরণ:
ইরাকের সাদ্দাম হোসেন সরকার পতনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসন (২০০৩)
লিবিয়ার গাদ্দাফির পতনে ন্যাটো বাহিনীর ভূমিকা
সিরিয়ায় সরকার-বিরোধী বিদ্রোহে বিদেশি সমর্থন

২. সামরিক আগ্রাসন ও যুদ্ধ

পশ্চিমা দেশগুলো মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে ড্রোন হামলা, সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, এবং বিভিন্ন বিদ্রোহে সরাসরি অংশগ্রহণ করে। এতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান নিহত, আহত ও উদ্বাস্তু হয়েছে।
উদাহরণ:
আফগানিস্তানে ২০ বছরের যুদ্ধ
ইয়েমেন ও সিরিয়ায় পশ্চিমা অস্ত্র সরবরাহ
গাজায় ইসরায়েলকে যুক্তরাষ্ট্রের অকুণ্ঠ সমর্থন

৩. অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও ঋণের ফাঁদ

পশ্চিমা বিশ্ব বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-এর মাধ্যমে মুসলিম দেশগুলোকে ঋণ দিয়ে তাদের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তারা শর্তসাপেক্ষে অর্থ দিয়ে দেশগুলোর নীতিনির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে।

ফলাফল: মুসলিম দেশগুলো স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না এবং তাদের অভ্যন্তরীণ নীতি নিয়ন্ত্রণে থাকে পশ্চিমাদের হাতে।

৪. সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

পশ্চিমা মিডিয়া, সিনেমা, ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে ঢুকে পড়েছে। তরুণ প্রজন্ম ইসলামী মূল্যবোধ ভুলে পশ্চিমা জীবনধারার দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

উদাহরণ:

ইসলামকে সন্ত্রাসের সাথে সম্পৃক্ত করে মিডিয়াতে প্রচারণা

পর্দা, নামাজ, হিজাবকে পিছিয়ে পড়ার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা

৫. মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি

পশ্চিমা শক্তিগুলো মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব উস্কে দেয়, বিশেষ করে শিয়া-সুন্নি বিভাজন, জাতিগত বৈষম্য বা সীমান্তবিরোধ ইস্যুতে। এভাবে মুসলিম উম্মাহকে দুর্বল ও বিভক্ত রাখাই তাদের মূল লক্ষ্য।

উদাহরণ:

ইরান বনাম সৌদি আরব

কাতার সংকট (২০১৭ সালে সৌদি, ইউএই বনাম কাতার)

পশ্চিমা শক্তির লক্ষ্য কী?

১. মুসলিম দেশগুলোকে এক হতে না দেওয়া

২. ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিস্থাপনকে ঠেকানো

৩. মুসলিম বিশ্বে তাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখা

৪. ইসলামী আদর্শ ও আন্দোলনকে ‘সন্ত্রাস’ নামে দমন করা

মুসলিম উম্মাহর করণীয়

ইসলামী ঐক্য গড়ে তোলা

শিক্ষা, দাওয়াহ ও সচেতনতা বাড়ানো

পশ্চিমা প্রভাব থেকে মুক্ত স্বাধীন নেতৃত্ব তৈরি

পারস্পরিক সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক ঐক্য গঠন (যেমন: ইসলামী ব্যাংক, বাণিজ্য, মিডিয়া)
উপসংহার

মুসলিম উম্মাহর অনৈক্যই পশ্চিমা পরাশক্তির সুযোগ। তারা মুসলমানদের বিভাজন, দুর্বলতা ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে। এখন সময় এসেছে উম্মাহর জাগরণের, ঐক্য গঠনের, এবং নিজের ভবিষ্যৎ নিজ হাতে গড়ার।

মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্টে ইহুদিদের ডিভাইড এন্ড রোল পলিসি

"Divide and Rule" অর্থাৎ “বিভক্ত কর ও শাসন কর”—এই নীতিটি হলো শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের একত্রিত হওয়ার শক্তি নষ্ট করা এবং সুযোগ নিয়ে তাদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। ইহুদিরা দীর্ঘকাল ধরে মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করার জন্য এই কৌশল ব্যবহার করে আসছে, যা আজও বিভিন্ন আঙ্গিকে কার্যকর রয়েছে।

১. ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি:

ইহুদিরা মুসলিমদের মাজহাব, ফিরকা ও মতবাদগত পার্থক্যগুলোকে উসকে দিয়ে দ্বীনের মধ্যে বিভক্তি ঘটায়। সুন্নি-শিয়া, সালাফি-সুফি ইত্যাদি বিভাজনকে সামনে এনে পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো হয়। ফলে ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

২. রাজনৈতিক বিভাজন:

মুসলিম বিশ্বকে ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত করে স্বাধীনতা দিলেও পর্দার আড়ালে নিজেদের প্রভাব কায়েম রাখে। প্রতিটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে দুর্বল, অনৈক্যপূর্ণ ও পশ্চিম নির্ভর

করে রাখে। ইসরাইল প্রতিষ্ঠার পর ফিলিস্তিনের প্রতি মুসলিম বিশ্বের একতা গড়ে না ওঠাও এর উদাহরণ।

৩. জাতীয়তাবাদ ও গৌরবপ্রবণতা উসকে দেওয়া:

আরব-অনারব, ভারত-পাকিস্তান, শিয়া-সুন্নি ইত্যাদি পরিচয়কে বড় করে তুলে ইহুদিরা মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের চেয়ে জাতিগত গৌরবের বীজ বপন করে। এভাবে মুসলিমরা এক ক্বিবলা, এক কিতাব ও এক রাসূলের অনুসারী হয়েও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

৪. মিডিয়া ও শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে চিন্তাধারার পরিবর্তন:

ইহুদি নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক মিডিয়া ও শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলিম যুবকদের ইসলামি চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে, জাতীয়তা ও বস্তুবাদে আকৃষ্ট করা হয়। এতে উম্মাহর ঐক্য দূর্বল হয় এবং ইসলামী খিলাফতের ভাবনা তিরোহিত হয়।

৫. নেতৃত্বহীনতা ও দালাল সৃষ্টি:

ইহুদিরা মুসলিম দেশগুলোতে এমন নেতাদের প্রতিষ্ঠা করে যারা কেবল নিজের স্বার্থ দেখে, উম্মাহর স্বার্থ নয়। এসব নেতৃত্ব আন্তর্জাতিক শক্তির অনুগত থাকে এবং উম্মাহর ঐক্য গঠনের পরিবর্তে বিভাজনকেই জিইয়ে রাখে।

ইহুদিদের "Divide and Rule" নীতি শুধু কৌশল নয়, এটি একটি সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র। তারা জানে যে, যদি উম্মাহ একত্রিত হয়, তাহলে তাদের আধিপত্য ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই আমাদের কর্তব্য হলো কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে এক উম্মাহ হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

---উম্মতের ঐক্যের গুরুত্ব

ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হলো শান্তি, সামাজিক সুবিচার এবং মানবতার কল্যাণ প্রতিষ্ঠা। এর জন্য মুসলমানদের মধ্যে একটি দৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। এই ঐক্য শুধু একটি সমাজ বা একটি অঞ্চলের জন্য নয়, বরং বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহর জন্য অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। ঐক্য শুধু একটি সমাজের ভিতরে শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা আনে, বরং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থানও দৃঢ় করে।

ইসলামে উম্মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কুরআন ও হাদীসে মুসলিমদের ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রতি বারবার আহ্বান করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাক কুরআনে বলেন:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

"এবং আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিভক্ত হয়ো না।" (আল-আমরান ৩:১০৩)

এই আয়াতটি আমাদের নির্দেশ দেয় যে, আমাদের উচিত আল্লাহর পথ অনুসরণ করা এবং তা বাস্তবায়নে আমাদের মধ্যে কোন ধরনের বিভেদ বা বিরোধ থাকা উচিত নয়। ঐক্য একতা এবং সংহতির শক্তি সৃষ্টি করে, যা মুসলমানদেরকে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সক্ষম করে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনেও ঐক্যের প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। মদিনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর তিনি একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়ে তুলেছিলেন, যেখানে মুসলমানরা একে অপরকে সহযোগিতা করত এবং সকলের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল। নবী (সা.) বলেছেন:

“তোমরা একে অপরকে ভালোবাসো এবং পরস্পর সহানুভূতিশীল হও। একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য তার দেহের অংশের মতো।” (সহীহ মুসলিম)

এই হাদীসে রাসূল (সা.) মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার যে মহান আদর্শ উপস্থাপন করেছেন, তা মুসলিম সমাজের ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। ঐক্য প্রতিষ্ঠা শুধু একে অপরকে ভালোবাসা নয়, বরং একে অপরের সহযোগিতায় ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করা। এটি মুসলমানদের মধ্যে একতাবদ্ধ সমাজ গঠনে সাহায্য করে। প্রাথমিক মুসলিম সমাজের ঐক্য এবং সহযোগিতার উদাহরণ তুলে ধরলে, দেখা যায় যে, নবী (সা.) এর নেতৃত্বে মুসলিমরা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর এক ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে একে অপরকে সাহায্য করার দৃঢ় মনোভাব,

পারস্পরিক সহযোগিতা এবং মুসলিমদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছিল। তাদের ঐক্যই ছিল তাদের শক্তি এবং সফলতার মূল চাবিকাঠি। এটি পরবর্তীতে ইসলামের বিস্তার এবং মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে উম্মতের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা

আজকের দিনে, যখন মুসলিম উম্মাহ বিভক্ত, অসংহত এবং একে অপরের প্রতি শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করছে, তখন উম্মতের ঐক্য আরও বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন অঞ্চলে, যেমন মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা ও অন্যান্য জায়গায় মুসলিমদের মধ্যে নানা ধরণের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক অস্থিরতা চলছে। জাতিগত ও ধর্মীয় বিভেদ, রাজনৈতিক দুর্নীতি এবং অর্থনৈতিক সমস্যা মুসলিম সমাজে ব্যাপক সমস্যা সৃষ্টি করছে।
মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ঐক্যহীনতা, বিশেষ করে পেট্রোলিয়াম, যুদ্ধ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে, মুসলিম উম্মাহ প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে বিশ্বে তাদের স্থান ধরে রাখতে পারছে না। আজ যখন মুসলিম দেশগুলো একে অপরকে সাহায্য করতে পারে না, তখন তাদের শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। আর এই শক্তি ক্ষীণ হওয়ার ফলে, তাদের শত্রুরা আরো বেশি আক্রমণ করতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে মুসলিমদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থান আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে।
সাম্প্রদায়িকতা, রাজনীতি, বর্ণবাদ ও মতবাদ নিয়ে মুসলমানরা একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে মুসলিম বিশ্ব দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং অমুসলিম শক্তিগুলো আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করছে।

* **শত্রুদের সুযোগ সৃষ্টি:**

ঐক্যের অভাবে মুসলমানরা আন্তর্জাতিকভাবে অসংগঠিত ও প্রভাবহীন হয়ে পড়েছে। ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, সিরিয়া, ইয়েমেন, উইঘুর মুসলিমদের উপর যে নির্যাতন চলছে, তা রুখে দাঁড়ানোর মত ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব নেই।

* **ইসলামবিদ্বেষ মোকাবেলায় ঐক্য**

বর্তমান বিশ্বে ইসলামকে একটি হুমকি হিসেবে উপস্থাপন করার প্রবণতা বাড়ছে। 'ইসলামোফোবিয়া' বা ইসলামবিদ্বেষ এক ভয়াবহ সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যায় রূপ নিয়েছে। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, কুরআন পুড়িয়ে দেওয়া, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবমাননা, এবং মুসলিমদের ওপর বৈষম্যমূলক আচরণ দিন দিন বাড়ছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হলে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য একান্ত জরুরি।যখন উম্মাহ বিভক্ত থাকে, তখন ইসলামবিদ্বেষীরা সাহস পায়। তারা জানে, মুসলমানদের কোন ঐক্যবদ্ধ প্রতিক্রিয়া হবে না। কিন্তু যদি মুসলিম বিশ্ব এক কণ্ঠে কথা বলে, তাহলে তা বিশ্বজুড়ে একটি শক্তিশালী বার্তা দেয়। যেমন, কোনো রাষ্ট্রে কুরআন অবমাননা হলে মুসলিম দেশগুলো যদি একযোগে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে, তাহলে তা বড় প্রভাব ফেলে।

***ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ শক্তি**

কুরআন-সুন্নাহ স্পষ্টভাবে মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আদেশ দিয়েছে।
আল্লাহ বলেন:

"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ"

অর্থাৎ: “নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পরের ভাই।” (সূরা হুজুরাত: ১০)

এই ভ্রাতৃত্ববোধ থেকে যদি মুসলিমরা এক কণ্ঠে কথা বলে, তাহলে পৃথিবীর কোনো শক্তিই ইসলামকে অপমান করার সাহস পাবে না। ঐক্যবদ্ধ মুসলিম বিশ্ব যদি কোনো ইসলামবিদ্বেষী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে, তাহলে তা বাস্তব পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

***আন্তর্জাতিক ফোরামে শক্তিশালী অবস্থান:**

ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহ জাতিসংঘ, ওআইসি (OIC), এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থায় ইসলামবিদ্বেষের বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ অবস্থান নিতে পারে। যদি মুসলিম নেতারা কণ্ঠ মিলিয়ে কথা বলেন, তাহলে ইসলামবিদ্বেষীরা চাপে পড়ে।

. ***মিডিয়ায় একতাবদ্ধ প্রচারণা:**

আজকের যুগে মিডিয়া একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। কিন্তু মুসলমানরা যদি একত্রিত না হয়, তাহলে সত্যকে প্রচার করার শক্তি হারায়। ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামি মিডিয়া গড়ে তোলা গেলে ইসলামবিদ্বেষের মোকাবেলায় তা হতে পারে বড় অস্ত্র।

*** উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধেও ঐক্য দরকার:**

ইসলামবিদ্বেষীরা প্রায়ই উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে ইসলাম বলে চিহ্নিত করে। অথচ ইসলাম শান্তির ধর্ম। মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের সাথে যুক্ত না করার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলে, এই অপপ্রচার রোধ করা সম্ভব হবে।

ইসলামবিদ্বেষ এক বৈশ্বিক সমস্যা, যা কেবল ব্যক্তি বা একটি দেশের উদ্যোগে ঠেকানো সম্ভব নয়। মুসলিম উম্মাহ যদি ঈমানি দায়িত্ববোধ থেকে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে তারা ইসলামকে অপমান করার সাহস কোনো শত্রুকে দেবে না। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ঐক্যের মাধ্যমে আমরা ইসলামবিদ্বেষের মোকাবেলা করতে পারি এবং বিশ্বে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরতে পারি।

বর্তমান সংকটপূর্ণ যুগে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য শুধু প্রয়োজন নয়, বরং একান্ত অপরিহার্য। উম্মতের ঐক্যের মাধ্যমেই মুসলমানরা আবার সম্মান, শক্তি ও নেতৃত্ব ফিরে পেতে পারে। তাই মতভেদ ভুলে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে একত্র হওয়াই সময়ের দাবি।

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপায়

বর্তমান সময়ে মুসলিম উম্মাহ নানা মতভেদ, বিভক্তি ও দ্বন্দ্বে জর্জরিত। এই বিভাজন উম্মাহর শক্তিকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে এবং শত্রুরা তা সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করছে। তাই ইসলামের মূল শিক্ষা অনুযায়ী উম্মতের ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সময়ের অপরিহার্য দাবি।

১. কুরআন ও সুন্নাহর ওপর ভিত্তি করে ঐক্য:

মতভেদ দূর করার প্রধান উপায় হলো কুরআন ও রাসূল (সা.) এর সুন্নাহকে সকল বিষয়ে চূড়ান্ত রেফারেন্স হিসেবে গ্রহণ করা।
আল্লাহ বলেন:

"وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا"

(সূরা আলে ইমরান: ১০৩)
অর্থ: "তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিভক্ত হয়ো না।"

২. ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা:

মুমিনদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সহনশীলতা সৃষ্টি করাই ঐক্যের মূল ভিত্তি। হিংসা, অহংকার ও দলাদলি দূর করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা অনুযায়ী "এক দেহের মতো" একতাবদ্ধ হতে হবে।

৩. মাজহাব ও মতভেদকে সহনীয়ভাবে গ্রহণ:

মাজহাব ও ফিকহি মতভেদ ইসলামে বৈধ, তবে এগুলিকে দলাদলি ও বিভেদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা অনুচিত। সম্মান, সহনশীলতা ও সংলাপের মাধ্যমে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব।

৪. সম্মিলিত নেতৃত্ব গঠন:

একটি ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব বা অন্তত একটি সমন্বিত শূরা পরিষদ গঠন মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। এটি উম্মাহর সমস্যা সমাধানে, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় এবং দিকনির্দেশনা প্রদানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

৫. ইসলামি শিক্ষার প্রসার:

ইসলামি মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের গুরুত্ব বোঝাতে পরিবার, মসজিদ, মাদরাসা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সচেতনতা গড়ে তোলা প্রয়োজন। তরুণ প্রজন্মকে ইসলামি আদর্শে গড়ে তুলতে হবে।

৬. গণমাধ্যম ও প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার:

বর্তমান যুগে মিডিয়া একটি বড় শক্তি। ঐক্যবদ্ধ ইসলামি মিডিয়া, সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে বিভ্রান্তি দূর করে উম্মাহকে একতাবদ্ধ করা যেতে পারে।

৭. অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা:

মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য, সামরিক চুক্তি ও রাজনৈতিক সমঝোতা ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করতে পারে। একে অপরের দুর্দিনে সাহায্য করা ও সহযোগিতা করা উম্মাহর একতাকে বাস্তবায়ন করে।

ঐক্য প্রতিষ্ঠা শুধু মুখের কথা নয়; বরং তা একটি চিন্তা, আত্মত্যাগ ও বাস্তব উদ্যোগের ফল। উম্মাহর প্রতিটি ব্যক্তি, সংগঠন ও রাষ্ট্রের উচিত ঐক্যের পথে এগিয়ে আসা। আল্লাহর সাহায্য তখনই আসবে, যখন আমরা নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হবো।

উম্মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ

যদিও ইসলামের দৃষ্টিকোণে উম্মতের ঐক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বাস্তব জীবনে এর প্রতিষ্ঠা অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে নানা বাধা আসছে, যেগুলোর মধ্যে কিছু মৌলিক ও দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা রয়েছে।

1. রাজনৈতিক বিভক্তি:
মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও বিরোধ উম্মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে শুরু করে আধুনিক রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে সংঘাত এবং শত্রুতা মুসলিমদের ঐক্যের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। যেমন,

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অঞ্চলভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

2. জাতিগত এবং ধর্মীয় বিভেদ:
মুসলিম সমাজে বিভিন্ন জাতিগত গোষ্ঠী এবং ধর্মীয় বিভেদ রয়েছে। যেমন, সুন্নি ও শিয়া মুসলিমদের মধ্যে বিরোধ, আরব ও non-Arab মুসলিমদের মধ্যে পার্থক্য, এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য মুসলিম সমাজে একাত্মতার বিরুদ্ধে একপ্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই জাতিগত এবং ধর্মীয় বিভেদের কারণে মুসলিমরা পরস্পর সহযোগিতা ও সহানুভূতির পরিবর্তে একে অপরের প্রতি সন্দেহ ও শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করে।

3. অর্থনৈতিক বৈষম্য:
মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক বৈষম্য একটি গুরুতর সমস্যা। কিছু মুসলিম দেশ অত্যন্ত ধনী, যেমন, আরব বিশ্বের কিছু দেশ, তবে অন্যদিকে কিছু দেশ দারিদ্র্যসীমার নিচে জীবনযাপন করছে। এই অর্থনৈতিক পার্থক্যও মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করছে, কারণ অনেক সময় ধনী দেশগুলো দরিদ্র দেশগুলোর সহায়তার পরিবর্তে স্বার্থপর মনোভাব দেখায়, যা ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বিরূপ প্রভাব ফেলে।

4. পূর্ববর্তী উপনিবেশিক প্রভাব:
উপনিবেশিক শাসনের পর মুসলিম দেশগুলোতে রাজনৈতিক বিভাজন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে। উপনিবেশিক শক্তি নিজেদের সুবিধার্থে মুসলিম সমাজকে বিভক্ত করে রেখেছিল, যাতে তারা শক্তিশালী না হতে পারে। এই বিভাজন আজও বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে বিদ্যমান এবং তা ঐক্যের পথে একটি বড় বাধা।

উম্মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ইসলামী সমাজের ভূমিকা

ইসলামী সমাজ ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ইসলামী সমাজের কিছু মূল ভূমিকা ও কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করা হলো:

1. ইসলামী শিক্ষার প্রচার:
মুসলিম সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে ইসলামী শিক্ষা। কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ও সহযোগিতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি। যদি মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় শিক্ষা থেকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা গ্রহণ করে, তবে সমাজে একতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। আজকের শিক্ষিত মুসলমানরা যদি ইসলামি মূল্যবোধ ও আদর্শের উপর ভিত্তি করে কাজ করেন, তাহলে তারা নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এবং একে অপরকে সহায়তা করতে পারে।

2. মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা:
ইসলামী সমাজ ও সংগঠনগুলো, যেমন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দারুল ইফতার বা বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনগুলো, মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতে পারে। তারা মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ও গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আলোচনা ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঐক্য আনয়নের চেষ্টা করতে পারে। বিশেষভাবে, আন্তর্জাতিক মুসলিম সংগঠনগুলো যেমন ওআইসি (Organization of Islamic Cooperation) ঐক্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

3. ধর্মীয় নেতৃত্ব:
ইসলামি সমাজে ধর্মীয় নেতা বা আলেমদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা সমাজে শান্তি, সহযোগিতা এবং ঐক্যের বাণী প্রচার করতে পারেন। আলেমদের যদি ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা থাকে, তবে তারা মুসলিম সমাজে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে পারেন, যেখানে বিভক্তি ও দ্বন্দ্বের পরিবর্তে একে অপরকে সহায়তা করা হবে।

4. সামাজিক সহানুভূতি এবং সহযোদ্ধা মনোভাব:
মুসলিম সমাজের মধ্যে সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এজন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে একে অপরকে সাহায্য করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। শুধু ধর্মীয় উপাসনা নয়, সমাজে নির্যাতিত, গরীব ও দরিদ্র মানুষের সাহায্য করাও ইসলামের মূল শিক্ষা। যদি

মুসলিমরা একে অপরের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে কাজ করে, তবে তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে।

ঐক্য প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ

1. ইসলামিক কাউন্সিল গঠন:
মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে একটি ইসলামিক কাউন্সিল গঠন করতে হবে, যাতে তারা পরস্পর যোগাযোগ রাখতে পারে এবং যেকোনো সংকটে একে অপরকে সহায়তা করতে পারে। এই কাউন্সিল মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ন্যায় ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে।

2. অর্থনৈতিক সহযোগিতা:
মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরো দৃঢ় করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সহযোগিতার মাধ্যমে, মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হবে এবং এটি ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

3. ধর্মীয় একতা প্রচার:
ইসলামিক সংগঠনগুলোকে আরও কার্যকরভাবে ধর্মীয় একতা প্রচারের জন্য কাজ করতে হবে। মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে, যাতে তারা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ বা শত্রুতা না দেখায়।

উম্মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ইসলামী সমাজের ভূমিকা

উম্মতের ঐক্য শুধু রাষ্ট্রীয় বা বৈশ্বিক পর্যায়ের দায়িত্ব নয়, বরং সমাজের প্রতিটি স্তরেই এর গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী সমাজ যদি ঐক্যবদ্ধ না হয়, তাহলে রাষ্ট্র ও উম্মাহ কোনোভাবেই ঐক্যের স্বাদ পাবে না। তাই ইসলামী সমাজই হলো ঐক্য প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি।
১. ইসলামী সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা:

ইসলামী সমাজের ভিত্তি হলো ঈমান ও ভ্রাতৃত্ব। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি যদি মুসলিম ভাইকে ভাই হিসেবে ভালোবাসে, সহানুভূতি ও সহনশীলতার আচরণ করে, তাহলে ঐক্যের বীজ অঙ্কুরিত হবে।

কুরআনে বলা হয়েছে:

"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ"

(সূরা হুজুরাত: ১০)
অর্থ: "নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পরের ভাই।"

এই ভ্রাতৃত্ব সমাজে বাস্তবায়ন হলে উম্মাহ বিভক্ত হবে না।

২. পারস্পরিক সহনশীলতা ও মতপার্থক্যে শিষ্টাচার রক্ষা:

ইসলামী সমাজে মতপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু তা যেন দুশমনি, দলাদলি ও গিবতের কারণ না হয়। সমাজের মানুষ যদি একে অপরকে দোষারোপ না করে, বরং আল্লাহর জন্য ভালোবাসে ও সহনশীল হয়, তাহলে ঐক্য বাস্তবায়ন সহজ হয়।
রাসূল (সা.) বলেন:
"তিনটি জিনিস যার মাঝে থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সর্বাধিক ভালোবাসা, কাউকে শুধু আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, এবং কুফরিতে ফিরে যেতে নারাজ হওয়া যেমন আগুনে পড়তে নারাজ হয়।" (বুখারি)

৩. পরিবার থেকে ঐক্যের শিক্ষা শুরু করা:

সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি পরিবার। যদি পরিবারে শিশুকে ভ্রাতৃত্ব, একতা, দয়া, সহানুভূতি ও ইসলামি মূল্যবোধে শিক্ষিত করা হয়, তাহলে সেই শিশু সমাজে ঐক্যের বাহক হিসেবে বড় হবে।
পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের উচিত ছোটবেলা থেকেই সন্তানদের মধ্যে ভেদাভেদ নয়, বরং ভালোবাসা, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব শেখানো।

৪. মসজিদ, মাদরাসা ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা:

মসজিদ শুধু ইবাদতের স্থান নয়; এটি সমাজে ঐক্য সৃষ্টি ও দাওয়াহ প্রচারের কেন্দ্র। খুতবা, ওয়াজ, হালকা ও শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ইমাম ও আলেমগণ সমাজকে বিভক্তির বিপদ ও ঐক্যের গুরুত্ব বুঝাতে পারেন।

একইভাবে মাদরাসা, ইসলামি বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐক্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে সচেতন করা উচিত।

৫. দাওয়াহ ও সমাজ সচেতনতামূলক কার্যক্রম:

ইসলামী সমাজে দাওয়াহ, ইজতেমা, ইসলামী সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন মত ও সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রিত হতে পারে।
এই প্ল্যাটফর্মগুলোতে সবাই এক কাতারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর রাস্তায় কাজ করলে বিভেদ কমে এবং ঐক্য দৃঢ় হয়।

৬. সামাজিক বিচার ও ইনসাফের চর্চা:

সমাজে যদি বিচার ব্যবস্থায় পক্ষপাতিত্ব, অন্যায় ও জুলুম থাকে, তাহলে ঐক্য নষ্ট হয়। তাই ইসলামী সমাজে ইনসাফ বা ন্যায়ের চর্চা হওয়া খুব জরুরি। সমাজের বড়-ছোট সকল শ্রেণীর প্রতি সমান দৃষ্টি ও সম্মান দেখালে ঐক্যের আবহ সৃষ্টি হয়।

৭. দলাদলি ও বিভাজনের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া:

ইসলামী সমাজে যদি কেউ সাম্প্রদায়িকতা, হিংসা, বিদ্বেষ, মাজহাব বিদ্বেষ বা দলীয় বিভক্তির প্রচারণা করে, তাহলে সমাজের সচেতন মানুষদের উচিত তা বন্ধ করা ও এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া।
ইসলামী সমাজ শুধু সত্যের পক্ষে নয়, বরং ঐক্যের পক্ষে সোচ্চার হতে হবে।
উম্মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমে সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। ব্যক্তি, পরিবার, মসজিদ, মাদরাসা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান — সবাই যদি একযোগে কাজ করে, তাহলে ঐক্য অর্জন অসম্ভব নয়।
ইসলামী সমাজ একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে, কুরআন-সুন্নাহকে ভিত্তি করে, ও পরস্পরকে ভালোবেসে ঐক্যের ভিত্তি গড়তে পারে — তবেই উম্মাহর নেতৃত্ব ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপায় ও পদক্ষেপ

১. আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা:

"وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا"

অর্থ: "তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে (দীন ও কুরআন) মজবুতভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিভক্ত হয়ো না।"

(সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৩)

২. দলের মধ্যে বিভেদ হারাম:

"إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ"

অর্থ: "যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।"

(সূরা আল-আন'আম, ৬:১৫৯)

৩. ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা:

"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ"

অর্থ: "নিশ্চয়ই সকল মুমিন ভাই ভাই।"

(সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯:১০)

ইসলাম একটি জীবনব্যবস্থা, যা কেবল ব্যক্তিগত ইবাদত নয়, বরং সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এই পূর্ণাঙ্গ ধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো—ঐক্য। ইসলামের দৃষ্টিকোণে উম্মতের ঐক্য একটি মৌলিক ভিত্তি, যার ওপর দাঁড়িয়ে মুসলিম জাতি তাদের মর্যাদা, শক্তি এবং সম্মান রক্ষা করতে পারে।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের পরিস্থিতি আমাদের অত্যন্ত চিন্তিত করে। বিভক্তি, হিংসা, ঘৃণা, দলাদলি ও মতভেদের কারণে উম্মতের মধ্যে ঐক্য আজ বিলুপ্ত প্রায়। অথচ কুরআন আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছে:

"وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ"

অর্থ: "তোমরা বিবাদে লিপ্ত হয়ো না, তা না হলে তোমরা ব্যর্থ হবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে।"

(সূরা আল-আনফাল, ৮:৪৬)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সব সময় মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি ও পারস্পরিক সহনশীলতার শিক্ষা দিয়েছেন।

উম্মতের ঐক্য ফিরিয়ে আনার উপায়

আজকের মুসলিম উম্মাহ চরমভাবে বিভক্ত। জাতিগত, রাজনৈতিক, মাজহাবি ও সাম্প্রদায়িক বিভেদে এক উম্মাহ আজ শতধা বিভক্ত। অথচ আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের একতাবদ্ধ জাতি হিসেবে গড়ে তুলেছেন। অতএব, এই ঐক্য ফিরিয়ে আনা সময়ের অনিবার্য দাবি। নিচে উম্মতের ঐক্য ফিরিয়ে আনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত উপায় আলোচনা করা হলো:

১. তাওহীদ ও ইসলামী আকিদার ওপর সম্মিলিতভাবে ফিরে আসা:

ঐক্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো তাওহীদ— একমাত্র আল্লাহর ইবাদত, তাঁর আইন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা এবং রাসূল (সা.)-এর অনুসরণ।
যখন মুসলমানরা একক আল্লাহর দাসত্বে ফিরে আসবে, তখনই অন্তর মিলবে, মতভেদ দূর হবে, এবং ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা পাবে।

২. কুরআন ও সুন্নাহকে চূড়ান্ত রেফারেন্স হিসেবে গ্রহণ:

মুসলিমদের মাঝে বিভেদের অন্যতম কারণ হলো নিজ নিজ মত ও দলকে চূড়ান্ত মনে করা। অথচ আল্লাহ বলেন:

"فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ"

(সূরা নিসা: ৫৯)
অর্থ: “তোমরা যদি কোনো বিষয়ে মতানৈক্যে পড়ো, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট ফিরিয়ে দাও।”
সকল মতপার্থক্যের মীমাংসা কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে হলে উম্মাহ একত্রিত হতে পারবে।
–+

৩. মাজহাবি ও দলীয় সহনশীলতা গড়ে তোলা:

ইসলামে ফিকহি মতপার্থক্য স্বীকৃত; তবে এটিকে দলাদলি, ঘৃণা ও বিভেদের কারণ বানানো হারাম।
আলেমগণ, ছাত্ররা এবং সাধারণ মুসলমানদের উচিত একে অপরের মতামতকে সহনশীলভাবে গ্রহণ করে, ঐক্য বজায় রাখা।

৪. রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা:

এক সময় মুসলিম উম্মাহ একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের (খিলাফত) অধীনে ছিল। বর্তমানে তা না থাকলেও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর উচিত অর্থনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক সমন্বয়ের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।
ওআইসি, আরব লিগ, কিংবা নতুনভাবে গঠিত কোনো শক্তিশালী মুসলিম জোটের মাধ্যমে এই ঐক্যের ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভব
৫. ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে ঐক্যচেতনা জাগ্রত করা:

মাদরাসা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি ঐক্যের গুরুত্বকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি ও উম্মাহর প্রতি দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করতে হবে।
ইমাম, আলেম ও শিক্ষকগণ যেন দাওয়াহ ও শিক্ষার মাধ্যমে ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে থাকেন।

৬. ইসলামি মিডিয়া ও প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার:

আধুনিক যুগে মিডিয়া ও সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মগুলো চিন্তা ও মানস গঠনে বিশাল ভূমিকা রাখে।
ইসলামি মিডিয়ার মাধ্যমে বিভেদমূলক প্রচারণার জবাব দেওয়া, বিভ্রান্তি দূর করা ও ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া উচিত।
তরুণদের এই কাজে অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা জরুরি।

৭. মুসলিমদের প্রতি বৈশ্বিক জুলুম ও ইসলামবিদ্বেষ মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ প্রতিক্রিয়া:

প্যালেস্টাইন, কাশ্মীর, উইঘুর, সিরিয়া, ইয়েমেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিমদের ওপর যে জুলুম চলছে, তা মোকাবেলায় মুসলিম বিশ্বকে একসাথে কথা বলতে হবে, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।
এভাবেই একটি অভিন্ন উম্মাহর পরিচয় বাস্তবে প্রতিফলিত হবে।

৮. দোআ, আত্মশুদ্ধি ও তাওবাহ:

উম্মতের ঐক্য শুধু বাহ্যিক পদক্ষেপে ফিরবে না; বরং আত্মিক শুদ্ধি, গুনাহ থেকে তাওবাহ, অন্তরের রোগ (হিংসা, অহংকার, বিদ্বেষ) দূর করে এবং আল্লাহর সাহায্য কামনার মাধ্যমে ঐক্য অর্জন করা সম্ভব।
আল্লাহ বলেন:

"إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ"ۗ

(সূরা রা’দ: ১১)
অর্থ: “আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়।”

উম্মতের ঐক্য ফিরিয়ে আনা সহজ নয়, তবে অসম্ভবও নয়। প্রয়োজন: আন্তরিকতা, ত্যাগ, আল্লাহভীতি, ইসলামের সঠিক চেতনা ও সুনিয়োজিত প্রচেষ্টা।
আমরা যদি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ঐক্যের উপায়গুলো বাস্তবায়ন করি, তবে আল্লাহর সাহায্যে উম্মাহ আবারও নেতৃত্ব ফিরে পাবে।

বর্তমানে ফিলিস্তিনে চলমান বর্বরতা উম্মতের অনৈক্যের একটি দৃষ্টান্ত, আজকে মুসলমান উম্মতের ঐক্য নেই বলে ফিলিস্তিনের পার্শ্ববর্তী আরব দেশগুলো নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করছে,তারা তাদের মুসলিম ভাইদের রক্ষা করতে কোনো প্রতিবাদ করছে না বরং পশ্চিমাদের দালালী করতে ব্যাস্ত।আজকে যদি আমাদের মুসলিম উম্মাহের মধ্যে ঐক্য থাকতো তাহলে আমার ফিলিস্তিন,কাশ্মীর,হার্জেগেভিয়া,চেচনিয়া,সোমালিয়া,উইগু ও ইন্ডিয়াতে আমার মুসলিম ভাইয়েরা নির্যাতিত হতে পারতোনা তাই বর্তমানে মুসলিম উম্মাহের এই ক্রান্তিকালীন সময়ে উম্মতের ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। এক তাওহিদের উপর ভিত্তি করে তাওহিদের সারথে উম্মাহপর সার্থে আবার আমাদের মুসলিম উম্মাহকে একতাবদ্ধ হতে হবে।